অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল
গণ বিবৃতি

সূচিঃ এএসএ ১৩/ ৫০১১/২০১৬
১৯ অক্টোবর ২০১৬

বাংলাদেশ: কল্পনা চাকমা তদন্তের অবসান ন্যায়বিচারের কফিনে শেষ পেরেক

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল কল্পনা চাকমার পরিবারের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে এবং তার বলপূর্বক অন্তর্ধানের জন্য জড়িত সন্দেহভাজন অপরাধীদের ন্যায়বিচারের আওতায় আনতে বাংলাদেশী কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতায় আতংক বোধ করছে। ১২ জুন ১৯৯৬ তারিখে, কল্পনা চাকমা, একজন বিশিষ্ট আদিবাসী অধিকার কর্মীকে, তার রাঙামাটি, চট্টগ্রাম এর বাড়ি থেকে অপহরণ করা হয় এবং তারপর থেকে তাকে আর দেখা যায়নি।

এই সপ্তাহে প্রকাশিত বিভিন্ন মিডিয়া রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে উপযুক্ত প্রমাণের অভাব উদ্ধৃত করে, বাংলাদেশের পুলিশ রাঙামাটিতে একটি আদালতে এই বিচার কার্যক্রম বন্ধ করে দিতে বলেছে। কল্পনার সাথে সত্যিকারে কি ঘটেছে সে বিষয়ের ওপর প্রয়োজনীয় আলোকপাত করণে এই ব্যর্থতা গভীরভাবে হতাশাজনক। আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী, বাংলাদেশী কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য ফৌজদারি অপরাধে সন্দেহভাজন কাউকে ন্যায্য বিচারের মাধ্যমে বিচার করা। এবং এটি হতে হবে কোন সাধারণ বেসামরিক আদালতে এবং মৃত্যুদন্ড আশ্রয় গ্রহন ছাড়াই এই বিচার প্রক্রিয়া সম্পাদন হতে হবে। সরকারকে ক্ষতিগ্রস্তদের এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের সত্য তথ্য ও ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে। এই তদন্ত বন্ধ করে, কর্তৃপক্ষ উভয় কার্যই পালনে ব্যর্থ হয়েছে।

বাংলাদেশী নাগরিক সামাজিক সংগঠনগুলো, কল্পনা অপহরণের তদন্তকে আসলে তথ্য চাপা দেয়া এবং তদন্ত থামিয়ে দেবার একটি কৌশল হিসাবে চিহ্নিত করেছে[1]। সংগঠনগুলো এটাও বিশ্বাস করে যে এই কৌশলের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের অপরাধে অভিযুক্ত সেনা সদস্যদের রক্ষা করার চেষ্টা করা হচ্ছে। কল্পনার দুই ভাইকেও তার সাথে সাথে তাদের বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কিন্তু তারা কোনক্রমে পালিয়ে আসতে সক্ষম হন। সেই সময়ে পুলিশের কাছে তাদের দায়ের করা ইজাহারে তারা একজন সেনা কর্মকর্তা ও আধাসামরিক গ্রুপের স্থানীয় দুই সদস্যর নাম উল্লেখ করেছিল। তারপরেও, একাধিক পুলিশ তদন্ত এবং একটি সরকার-নিযুক্ত কমিশনের তদন্তও অপরাধীদের চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হয় এবং যার জন্য এই অপরাধের কোন বিচার কার্য শুরু করা যায়নি।

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী ও সরকারের মধ্যে সংঘর্ষ ও চাপা উত্তেজনা চলাকালীন একটি সময়ে কল্পনা এর অন্তর্ধান ঘটে। তার অপহরণ এবং পরবর্তীকালে সেই অপহরণের উপরে যথোপযুক্ত আলোকপাত করতে সরকারি ব্যর্থতা, এ অঞ্চলে আদিবাসীদের বিরুদ্ধে অব্যাহত মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য একটি শক্তিশালী সংকেত। এছাড়াও এই নিষ্ক্রিয়তার ফলস্বরূপ ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন সহ আদিবাসীদের থেকে অধিগৃহীত জমি পুনরায় ফেরত দেয়ার ব্যবস্থা সঠিক ভাবে করা যায়নি। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে নারী ও মেয়েশিশুদের বিরুদ্ধে চলমান সহিংসতার বিষয়ে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল সেপ্টেম্বর, ২০১৬ সালে জাতিসংঘের কাছে একটি প্রতিবেদন জমা দেয়।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশী কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে এটা সুনিশ্চিত করার যে কল্পনা চাকমা নিখোঁজ তদন্ত যেন অব্যাহত থাকে এবং এই অপরাধমূলক কাজের জন্য জড়িত সন্দেহভাজনদের যেন জবাবদিহিতা এবং ন্যায়বিচারের আওতায় আনা হয়।

[1] ব্যর্থ তদন্ত বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন:
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2014/06/kalpana-chakma-information-disinformation-non-information/